দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

58

চিঠিপত্রে

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগটি খুব পুরাতন না হলেও নতুন নয়। উক্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে তাদের জীবন সম্বন্ধে হতাশায় ভুগছে। এই বিষয়ে কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বহুবার লিখেছি কিন্তু তারা সম্পূর্ণ নীরব। উক্ত বিভাগের কিছু সমস্যা সকলের অবগতির জন্য তুলে ধরলাম।

(১) বর্তমানে জগন্নাথ কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগে শিক্ষক সংখ্যা ৫। সরকারী হিসেবে কোন বিভাগে এম,এসসি কোর্স থাকলে তাতে ১২ জন শিক্ষক থাকতে হয়। কিন্তু এখানে তা নেই। এই ৫ জন শিক্ষক দ্বারা কিভাবে অনার্স/মাষ্টার্স ও সাবসিডিয়ারী ক্লাস চালু রাখা সম্ভব তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

২) বিভাগটিতে ক্লাস রুমের সংখ্যা মাত্র ৩। কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনেক অনুরোধ করেও শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

৩) বিভাগটিতে কোন ব্যবহারিক ক্লাসের ব্যবস্থা নেই। পরিসংখ্যান ব্যবহারিক ছাড়া সম্পূর্ণ অচল।

৪) বি,এসসি অনার্স পরীক্ষা শেষ হয়েছে ৩ মাস হতে চলল। অন্যান্য বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে তাও ২ মাস হতে চলল। তারা ফলাফলের অপেক্ষায় আছে কিন্তু পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্ররা এখনো ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ব্যবহারিক পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু কলেজের প্রভাবশালী এক মহলের চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কেন্দ্র ছেড়ে পরীক্ষা বন্ধ রেখে চলে যান। বর্তমানে তারা জগন্নাথ কলেজ কেন্দ্রে এসে পরীক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। সাধারণ ছাত্র হিসেবে আমার প্রশ্ন, যে বিশেষ ছেলেটির জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য কেন অন্য ছাত্ররা শাস্তি পাবে, এই বিষয়টি অনুগ্রহ করে সকলের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

৫) জগন্নাথ কলেজে এম, এসসি ক্লাস আরম্ভ হয়েছে ২ মাস হতে চলল; ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছেন (২৩ নভেম্বর ১৯৮৯)। কিন্তু এখন পর্যন্ত পরিসংখ্যান বিভাগের এম, এসসি'র ছাত্ররা সিলেবাস পায়নি। এদিকে আমাদের সাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মিডটার্ম পরীক্ষা প্রায় শেষ। আমরা কবে পর্যন্ত যে সিলেবাস পাব তারও কোন আশ্বাস পাচ্ছি না।

অতএব উক্ত অবস্থাসমূহের আলোকে একটি সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাদের চিন্তামুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

সুনীল কুমার রায়
পরিসংখ্যান বিভাগ,
এম, এসসি (শেষ বর্ষ),
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম

ছাত্র ভর্তির মতই শিক্ষকদের নিয়োগ বা প্রমোশন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চরম বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম চলছে। এর মধ্যে আঞ্চলিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতাও প্রচণ্ডভাবে কাজ করছে বলে জানা যায়। বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ গৌরেন বিশ্বাসকে নির্বাচনী বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুপারিশ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সিন্ডিকেট সভায় তা নাকচ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মের সাথে জড়িত একই বিভাগের শিক্ষক চৌধুরী জহুরুল হকও পদোন্নতি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রণজিৎ দে যিনি একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে সুপরিচিত, তাঁকেও অত্যন্ত অন্যায়ভাবে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা তার অনেক জুনিয়র ও প্রাক্তন ছাত্রদের প্রমোশন দেয়া হয়েছে। নির্বাচনী বোর্ডের সভাপতি হিসেবে উপাচার্য নিজেই শ্রী দে'র পদোন্নতির তীব্র বিরোধিতা করেন বলে জানা যায়, যদিও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কয়েকজন সদস্য (প্রো-ভিসিসহ) এতে অসন্তুষ্ট হন এবং দ্বিমত প্রকাশ করেন। চারুকলা বিভাগের আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিল্পী অলক রায়কে শুধু প্রমোশন থেকে বঞ্চিত করা হয়নি, সিলেকশন বোর্ডে তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হয়েছে বলে জানা যায়।

আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো ইতিহাস বিভাগে কয়েকজন শিক্ষকের সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির আবেদনপত্র দীর্ঘ আড়াই বছর অর্থাৎ প্রাক্তন উপাচার্যের সময় থেকে ফাইল চাপা দিয়ে রাখা হয়। ইতোমধ্যে একমাত্র বহিরাগত প্রার্থীটি মৃত্যুবরণ করেন, একজন ইসলামের ইতিহাস বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদ লাভ করেন, দু'জন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পদ লাভ করে চলে যান, দু'জন দ্বিতীয়বারের মত বিদেশে চলে যান এবং ফেরার সম্ভাবনা কম।

শেষ পর্যন্ত উপাচার্যের পছন্দসই একজনসহ শুধু দু'জনকে প্রমোশন দেয়া হয় এবং প্রগতিশীল শিক্ষকদের বঞ্চিত করা হয়। এ ব্যাপারে নির্বাচনী বোর্ডে প্রচণ্ড মতভেদের কারণে প্রচলিত নিয়ম লংঘন করে অর্থাৎ বিভাগের প্রবীণতম শিক্ষককে বাদ দিয়ে উপাচার্যের স্ত্রীকে নির্বাচনী বোর্ডের সদস্য করা হয়। দেশের প্রবীণতম ইতিহাসবিদ ডঃ সালাউদ্দিন আহমেদকে ও বোর্ড থেকে বাদ দেয়া হয়। ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ সুনীতি কানুনগোও চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে ইতিহাস বিভাগের যে সব শিক্ষক ১৯৮৪ সালে বিভাগীয় শিক্ষক ডঃ আলমগীর সিরাজুদ্দিনের (বর্তমান উপাচার্য) বিরুদ্ধে অশোভন আচরণ এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অসাধুতা অর্থাৎ বাংলা ভাষা না জেনেও বাংলায় লেখা পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছিলেন তারাই প্রমোশন লাভে বঞ্চিত হয়েছেন। অথচ এদের সবারই বিদেশী ডিগ্রী অথবা গবেষণামূলক প্রকাশনা সহ ১৫।১৬ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিরোধী গ্রুপের নেতা এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার ফলে ইতিমধ্যে এই বিভাগের অধ্যাপক হায়াতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ জন শিক্ষকের জুনিয়র করে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষকের অভাবে ইতিহাস বিভাগে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে প্রো-ভিসির সভাপতিত্বে নির্বাচনী বোর্ড যে সব শিক্ষক নিয়োগ করার সুপারিশ করেছে দীর্ঘ ছয়মাস নানা টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত গত সিন্ডিকেট সভায় সব নাকচ করে দেয়া হয় কোন কারণ ছাড়াই। অথচ বহু বছর পর এবারই প্রোভিসির সভাপতিত্বে নির্বাচনী কমিটি অত্যন্ত যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছিল বলে জানা যায়। কিন্তু তা ইসলামী ছাত্র শিবিরের মনঃপুত না হওয়ায় তারা এর বিরুদ্ধে প্রচার পত্র বিলি করে এবং উপাচার্য তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য কমিটির সুপারিশ বাতিল করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। রাশিয়া বা ভারতীয় ডিগ্রী থাকলে কোন প্রার্থীর পক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চাকরি পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে যতো উচুমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাই তার থাকনা কেন তাছাড়া নির্বাচনী কমিটির একটি সভায় উপাচার্য স্থানীয় প্রার্থীদের নিয়োগ করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন বলে জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি এধরনের সঙ্কীর্ণ নীতি তথা আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয় তা উচ্চ শিক্ষার জন্য কতোটুক কল্যাণকর হবে তা সত্যিই চিন্তার বিষয়।

--জনৈক শিক্ষক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।